তারিখ ২৫ APR 2016
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

কালের কণ্ঠ

তিন শিক্ষককে অব্যাহতির নেপথ্যে বিভাগীয় দ্বন্দ্ব!

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে শিক্ষকের সংখ্যা ছয়। অধ্যাপক পদে নিয়োগ নিয়ে তাঁরা আবার স্বার্থগত দ্বন্দ্বে দুটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। সম্প্রতি নবীনবরণ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এই গ্রুপিং প্রকাশ্যে চলে আসে। এ ঘটনার পরপরই এক ছাত্রীর সঙ্গে আপত্তিকর আচরণের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিভাগের তিন শিক্ষককে মাস্টার্স কোর্স থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। ঘটনা তদন্তে তিন সদস্যের কমিটিও গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

অব্যাহতির আদেশ পাওয়া শিক্ষকরা হলেন সহযোগী অধ্যাপক মীর মোশাররফ হোসেন (রাজীব মীর), প্রভাষক বর্ণনা ভৌমিক ও প্রিয়াঙ্কা স্বর্ণকার। তাঁদের দাবি, ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে তাদের ফাঁসাতে এমন অভিযোগ আনা হয়েছে। অন্যদিকে বিভাগীয় চেয়ারপারসন হেলেনা ফেরদৌসের দাবি, 'বিভাগে শিক্ষকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব কিংবা গ্রুপিং বলতে কিছুই নেই। এক ছাত্রী প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ করার পর প্রাথমিক প্রমাণ পাওয়ার পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে শিক্ষকদের গ্রুপিংয়ে এক পক্ষের নেতৃত্ব দিচ্ছেন বিভাগের চেয়ারপারসন হেলেনা ফেরদৌস। তাঁর অনুসারী হিসেবে রয়েছেন মুহাম্মদ আনোয়ারুস সালাম ও মো. রাইসুল ইসলাম। অন্যদিকে সহযোগী অধ্যাপক মীর মোশাররফ হোসেনের গ্রুপে রয়েছেন বর্ণনা ভৌমিক ও প্রিয়াঙ্কা স্বর্ণকার।

অভিযোগ উঠেছে, একটি পক্ষ ভবিষ্যতে 'ভালো কিছু' করে দেওয়ার প্ররোচনা দিয়ে ওই ছাত্রীকে বর্ম হিসেবে ব্যবহার করে অন্য পক্ষকে ঘায়েল করার চেষ্টা চালিয়েছে। এখন দুই পক্ষের দ্বন্দ্বে ওই শিক্ষার্থীসহ অন্যদের স্বাভাবিক শিক্ষাজীবনও হুমকির মুখে পড়েছে।

এদিকে গত ১৯ এপ্রিল অভিযুক্ত শিক্ষকদের কাছে একটি অডিওতে ছাত্রীর অভিযোগের বিষয়টি তুলে ধরে তদন্ত কমিটি। অভিযুক্ত তিন শিক্ষকের দাবি মতে, অডিওতে রয়েছে 'তোমরা অনুষ্ঠানে যেও না। কারণ আমাকে, প্রিয়াঙ্কা ও বর্ণনাকে না জানিয়ে চেয়ারপারসন একতরফাভাবে নিজ সিদ্ধান্তে অনুষ্ঠান করছে। তাই আমি, বর্ণনা ও প্রিয়াঙ্কা অনুষ্ঠানে যাব

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

না। তোমরাও যেও না।' প্রতি-উত্তরে ওই শিক্ষার্থী বলে, 'অনুষ্ঠানে না গেলে চেয়ারপারসন তিন দিনের অ্যাটেনডেন্স দিবে না।' শিক্ষার্থীর কথার উত্তরে মীর মোশাররফ হোসেন বলেন, 'আমি চেয়ারপারসনকে দেখে নেব, দেখি তিনি কিভাবে অ্যাটেনডেন্স কাটেন।' তবে ওই ছাত্রীর লিখিত অভিযোগের বিষয় এবং অডিও সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গণমাধ্যমকে কিছুই জানাতে রাজি হয়নি।

হেলেনা ফেরদৌস কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বিভাগে শিক্ষকদের মধ্যে দ্বন্দ্বের জায়গা নেই। আর তা থাকলে আমরাই সমাধান করতে পারতাম। যত দূর জানি, অভিযোগকারীকে একাডেমিকভাবে লুজার করবে—এমন হুমকি-ধমকি দিয়েছে। যার জন্যই ওই ছাত্রী প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়েছে। তার অভিযোগ তদন্ত কমিটির কাছে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তিন শিক্ষককে কোর্স থেকে অব্যাহতি দিয়েছে।'

বিভাগীয় সূত্র জানায়, প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের নিয়ে ক্লাসরুমে একটি ওরিয়েন্টেশন করার বিষয়ে একমত হলেও বিভাগের চেয়ারপারসন হঠাৎ করে নবীনবরণের আয়োজন করেন। এটি রাজীব মীরসহ অন্য শিক্ষকদের আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়নি। অথচ নিয়মানুযায়ী বড় কোনো অনুষ্ঠান আয়োজন করতে হলে কমিটি গঠন, একাডেমিক কমিটিতে আলোচনা, অর্থ বরাদ্দসহ বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়। বিষয়টি জানার পর রাজীব মীরের পক্ষের শিক্ষকরা অনুষ্ঠান বর্জন করেন।

এদিকে আগে অনুষ্ঠান হয়ে যাওয়ায় একাডেমিক কমিটির সভায় অর্থ বরাদ্দের বিষয়টি নিয়ে বেঁকে বসেন রাজীব মীরসহ অন্য দুই শিক্ষক। এ ছাড়া রাজীব মীর ও হেলেনা ফেরদৌসের মধ্যে বিভাগে একজন 'অধ্যাপক' নিয়োগ নিয়ে চরম দ্বন্দ্ব রয়েছে। অধ্যাপক পদে আবেদনকারী দুজন প্রার্থীর বিষয়ে ইতিবাচক সাড়া দেন প্ল্যানিং কমিটির চেয়ারম্যান হেলেনা ফেরদৌস ও অন্য সদস্য আনোয়ারুস সালাম। কিন্তু ওই দুই আবেদনকারী নির্ধারিত শর্ত পূরণ না করায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করেন রাজীব মীর। এতে অধ্যাপক নিয়োগের বিষয়টি আটকে যায়। অভিযোগ রয়েছে, বিভাগীয় প্রধানের পছন্দের প্রার্থীকে অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ দিলে পরবর্তী সময়ে রাজিব মীরের বিভাগীয় চেয়ারম্যান হওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যাবে। আর সে জন্য এই নিয়োগের বিষয়টি নিয়ে দুই পক্ষে দূরত্ব আরো বাড়ে।